৫৪/

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 17 JAN 1993
পৃষ্ঠা... ৫ ... কলাম ১/৩ ...

১২৩

শিক্ষাঙ্গন

মৌলভীবাজার মহিলা মহাবিদ্যালয়টি জাতীয়করণের আবেদন

মৌলভীবাজার মহিলা মহাবিদ্যালয় জেলার একমাত্র মহিলাদের উচ্চতর বিদ্যাপীঠ। ছয়টি থানা সমন্বয়ে গঠিত মৌলভীবাজার জেলা। জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল তথা থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে ছাত্রীরা এই বিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন করতে আসে।

সাম্প্রতিককালের শিক্ষাঙ্গনের অস্থিরতা, সন্ত্রাস এবং সর্বোপরি সহশিক্ষার কুপ্রভাব সম্পর্কে কমবেশী সকল অভিভাবকই সচেতন রয়েছেন। ফলে, কলেজটি মাত্র সপ্তম বর্ষেই একটি শক্ত কাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। প্রায় চার শতাধিক ছাত্রীসমেত বিজ্ঞান ও মানবিক এই দুই বিভাগে ১৩টি বিষয়ে ছাত্রীরা পড়াশুনা করছে। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তিবর্গের ঐকান্তিকতায় একটি দ্বিতল ভবনসহ ৩.৮৪ একর ভূমির উপর পতিষ্ঠিত এই অঙ্গনটির সকল অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

ব্যবস্থাপনা কমিটি, নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী ও অভিভাবকদের একাগ্র প্রচেষ্টায় কলেজটি ইতিমধ্যে সুধিবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। বিগত এইচএসসি পরীক্ষায় জেলার দু'টি সরকারী কলেজ, চারটি বেসরকারী কলেজের মধ্যে ফলাফলের দিক থেকে শীর্ষস্থান লাভ করেছে।

মানবিক বিভাগে পাসের হার প্রায় ৭১% এবং বিজ্ঞান বিভাগে দুই-তৃতীয়াংশ প্রথম বিভাগসহ কোন তৃতীয় বিভাগ ছাড়াই পাসের হার শতকরা একশ' ভাগ।

এই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো এটি সম্পূর্ণ সন্ত্রাসমুক্ত। এই ক্যাম্পাস প্রত্যক্ষ রাজনীতিমুক্ত। কলেজ প্রাঙ্গণের দেয়ালগুলো চক চক করছে। দেয়াল লিখন তো দূরের কথা কোথাও কোন লিফলেট পর্যন্ত নেই।

এছাড়াও নিয়মিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা হয়। জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সপ্তাহে এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা একাধিক প্রথম পুরস্কারসহ প্রায় তেরটি পুরস্কার লাভ করে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।

ইতিমধ্যে সরকারী পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যথা— অর্থমন্ত্রী মহোদয়, শিক্ষা সচিব, বোর্ড চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কলেজ পরিদর্শন করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং জাতীয়করণের আশ্বাসও প্রদান করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রায় প্রতিনিয়তই সরকারের মন্ত্রীবর্গ, প্রধানমন্ত্রী মহোদয়া বিভিন্ন কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমাদের কথা হলো জাতীয়করণের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নীতিমালা থাকা দরকার। এর ফলে সকল প্রতিষ্ঠান সুবিচার পাবে।

দেশে মোট ৬৪টি জেলা রয়েছে। বিগত বিএনপি সরকারের আমলে বৃহত্তর জেলা সদরে অবস্থিত সকল মহিলা কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে। এছাড়া এরশাদশাহীর আমলেও বেশকিছু মহিলা কলেজ জাতীয়করণ হয়। বর্তমানে বিশটির মত জেলা সদরে অবস্থিত মহিলা কলেজ জাতীয়করণের বাকী রয়েছে। তাই সদাশয় সরকার সমীপে আবেদন, মৌলভীবাজার মহিলা মহাবিদ্যালয়সহ অপরাপর জেলা পর্যায়ের মহিলা কলেজগুলোকে জাতীয়করণ করে দেশের অর্ধেক নারী সমাজের শিক্ষার সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা রাখুন।

—অধ্যাপক শাহ আবদুল ওদুদ

মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষা ও কিছু প্রস্তাবনা

মেডিকেল কলেজসমূহের ভর্তি পরীক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতি আধুনিক সন্দেহ নেই, কিন্তু ভাইভা পদ্ধতি কতটুকু উপযোগী তা বিবেচনার দাবীদার। গতবারের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, অনেক মেধাবী এবং চটপটে ছাত্র-ছাত্রীও ১৩-১৪ পেয়েছে (২০-এর পরীক্ষায়), আবার অনেক সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীও ১৮-১৯ পেয়েছে।

আরেকটি পদ্ধতি গতবার থেকে চালু হয়েছে সেটি হলো এসএসসি ও এইচএসসি থেকে মোট নাম্বারের 'পারসেনটেজ' যোগ করা। ইদানীং কিছু টাকা দিয়ে নকল 'মার্ক শীট' তৈরী করে নাম্বার বাড়ানোটা কোন ব্যাপারই নয়। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র এমসিকিউ পদ্ধতি সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি হতে পারে।

—এম এ মতিন।